স্মরণে : কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

স্মরণে : কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বাক্ অমৃত রাশি,
মিঠেল মধুর বাঁশি।
শব্দের শ্যামল হাসি
কাব্য লহরে ভাসি।।

কোমল স্মৃতির কায়,
মাধুরি চন্দ্রিমা ছায়।
আবেগী স্বপন তাই,
সৃজন রচিতে চায়।।

কামিনী কেতকী বাস,
অনন্ত প্রাণের আশ।
কবিতা ছত্র মন্দ্রে,
মায়াবীণা বারোমাস।।

বিন্দু বিন্দু রুধিরে,
গহন হৃদি কাননে।
প্রণয় কমল ফোটে,
নিঠুর ব্যথা দহনে।।

শব্দ কত হয় লেখা,
সব তো নয় কবিতা।
ভাব লাস্যে বহে কভু,
যুগান্তরের সবিতা।।

হে বিজ্ঞ কবিবর,
নমি তব চরণযুগ।
কাব্য কাকলি তানে,
বিমোহিত মায়ামৃগ।।

বোধদীপ জ্বালায়েছ,
সীমাহীন দরিয়ায়।
ভরিয়ে রয়েছ ভব,
তব কাব্য মহিমায়।।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় : কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতকের ছয়ের দশকে মাত্র বিশেই তিনি বাংলা কাব্যের জগতে মহাকবিতার জনক রূপে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ১২শ দিনে অধুনা বাংলাদেশের আমতলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কৈশরেই উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন। চেতলা বয়েস স্কুলে শিক্ষকতার কিছুকাল পরে পাকাপাকিভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিদ্যানগর কলেজে বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। বহু খণ্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা ও প্রবন্ধে সুশোভিত করেছেন স্বীয় সাহিত্যের অঙ্গন। পূর্ববতী কবি-সাহিত্যিকবর্গের প্রভাব ছিন্ন করে বাংলা কাব্যের আধুনিক ধারাকে বইয়ে দিলেন নয়া খাতে। প্রেম, দাম্পত্য, দ্রোহ, দুর্ভিক্ষকে সামনে রেখে সৃজন করলেন অজস্র পঙক্তি সমন্বিত বহুমাত্রিক কবিতা। এই অভিনবত্বই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। সাহিত্য পত্রিকা 'কবিপত্র' সম্পাদনা করেছেন ছয় দশকের বেশি সময় ধরে। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি রূপে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দর্পনে অনেক মুখ' রাজ্য সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কারে মনোনীত হয়। স্বনামধন্য এই কবি ২০২১ সালের ৯ই এপ্রিল লোকান্তরিত হন।